সাধক-সহচর।

(প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে।)

অবধূত জ্ঞানানন্দ নাথ কথিত

উপদেশাবলী।

শ্রীনগেন্দ্রকুমার সেন কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৩নং বীডন স্কোয়ার নূতন কলিকাতা যন্ত্রে

শ্রীবিহারীলাল দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৭ সাল।

মূল্য।০ আনা মাত্র।

সাধক-সহচর।

প্রথম ভাগ।

নানা ভক্ষ্য। ক্ষুধা এক। প্রত্যেক ভক্ষ্য দ্বারাই ক্ষুধানিবৃত্তি হইতে পারে। নানা শাস্ত্র। নানা মত। ঈশ্বর এক। প্রত্যেক মতেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১।

বাহ্য দর্শনে সংসার অতি সুন্দর ও মনোহর। সাংসারিক বহির্দৃষ্টি অধিক চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে, কিন্তু অন্তর পারে না। ২।

বালুকা চূর্ণ-প্রলেপিত গৃহের চূর্ণ বিধৌত ও বালু-প্রলেপ ভগ্ন হইলে, ইষ্টক বহির্গত হইয়া তাহার কদাকার প্রকাশিত হয়। সংসারও যেন ঐ প্রকার বালুকা-চূর্ণ-প্রলেপিত একটি সুশোভিত গৃহ। তাহার শোভা, বাহ্য শোভা। ৩।

বিষ্ঠা-ত্যাগ-স্থানে বিষ্ঠা ত্যাগের পর, আর বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় না। সমস্ত ভোগ ত্যাগের পর, আর সংসারে থাকিতে ইচ্ছা হয় না। ৪।

পরিষ্কার সূচী বহুকাল বস্ত্রে সংলগ্ন থাকিলে, তাহাতে অধিক মরিচা ধরে। তাহা টানিয়া শীঘ্র উহা হইতে অসংলগ্ন করা যায় না। সূচী যত দিন পরিষ্কার থাকে, টানিলে শীঘ্র খোলা

যায়। সংসারে যাহার মন অধিক কাল সংলগ্ন থাকে, শীঘ্র তাহা হইতে বিচ্যুত করা যায় না। ৫।

বৃক্ষে যত দিন পত্র থাকে, তত দিন সতেজ ও সরস থাকে। বৃক্ষ হইতে চ্যুত হইলেই শুষ্ক ও নীরস হয়। ফল বৃক্ষে পর্য্যুসিত হয় না। জীবের মন যতক্ষণ ঈশ্বর রূপ বৃক্ষে থাকে, তত ক্ষণ তাহা প্রেম ভক্তি-রসে সরস থাকে। প্রেম ভক্তিরসময় মনঃফল ঈশ্বর বৃক্ষচ্যুত হইয়া সংসারে থাকিলেই পর্য্যুসিত হয়। ৬।

সংসার ও তদানুষঙ্গিক যাহা কিছু সমস্তই পরাধীনতার হেতু। ৭।

সংসার হইতে মনের নির্লিপ্তি মুক্তি। মনের সংসার-নির্লিপ্তি ব্যতীত, মৃত্যু মুক্তির কারণ নহে। সংসার লিপ্তাবস্থায় বারম্বার মৃত্যু হইলে, মুক্তি ব্যতীত বারম্বার জন্ম হইবে। ৮।

বন্যায় অনেক নৌকা মগ্ন হয়। সংসার-সমুদ্রের বন্যায় অনেকেরই মনঃ-তরী মগ্ন হয়। কচিৎ ভগবৎ কৃপায় কোন কোন মনঃ রক্ষা পায়। ৯।

অতি নিপুণ সন্তরণকারীর সর্বাঙ্গে বৃহৎ বৃহৎ শীলা সকল বাঁধিয়া দিলে, তিনিও জলমগ্ন হন। সাংসারিক-ভার-বিহীন হইয়া ভব সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা কর। অধিক ভার যুক্ত হইলে, তুমি তাহাতে ডুবিবে। ১০।

মহাদ্রুতগামী তেজী অশ্বকে শৃঙ্খল দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে, সে আর দৌড়িতে পারে না। মায়া-শৃঙ্খল-মুক্ত হইলে, তবে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে। ১১।

অঙ্গে আলকাৎরা লাগিলে, জলের দ্বারা ধৌত করিলে

উঠে না। কিছুক্ষণ তৈল মর্দ্দন করিলে উঠে। মায়া আল্‌কাৎরার ন্যায়। উহা মন হইতে ভক্তি রূপ তৈলের দ্বারা তুলিতে হয়।১২

গায়ে শুঁয়াপোকার কাঁটা লাগিলে, প্রথমতঃ ডুমুর পাতা ঘসিলে, কতক উঠে যায়। পরে, সকণ্টক স্থানে চূণের প্রলেপ দিলে কণ্টক যন্ত্রণা-দায়ক হয় না। অবিদ্যা মায়ারূপ শুঁয়া-পোকার, ষড্‌রিপু রূপ কণ্টক মনে বিদ্ধ রহিয়াছে। প্রথমতঃ, বিবেক রূপ ডুমুর পাতা ঘষিলে, কতক উঠিবে, পরে, সেই স্থানে বৈরাগ্য রূপ চূণের প্রলেপ দিতে হইবে। ঐ প্রলেপ প্রভাবে ষড়রিপু রূপ কণ্টক ক্রমে নিস্তেজ হইবে। ১৩।

সর্ষপ, নারিকেল এবং এরণ্ড ফলের শস্য, জল ও তৈল উভয় রসাত্মক। কিছুকাল ঐ তিন সামগ্রী সূর্য্য-কিরণে রাখিলে, উহাদের মধ্যস্থিত জল শুষ্ক হয়, কিন্তু তৈল শুষ্ক হয় না। জীবের মন ও পাপপুণ্যময়। জ্ঞান-সূর্য্যের কিরণে জীবের পাপ রূপ জল সকল শুষ্ক হয়, কিন্তু পুণ্যরূপ তৈল সকল শুষ্ক হয় না। ১৪।

সংসারে ও তদানুষঙ্গিক ধনে বিরাগ জন্মিলে, অবশ্যম্ভাবী দরিদ্রতা হয়। তাহা শান্তি প্রসূতি, সুখপ্রদা ও আনন্দ-দায়িনী। ঐ প্রকার দারিদ্র্য আকাঙ্ক্ষণীয়, উহা স্বাধীনতার জননী। ১৫।

যে নারী পিতলের অলঙ্কার পরে, সে স্বর্ণের পাইলে তাহা ত্যাগ করে। হীরকের পাইলে, স্বর্ণালঙ্কার পরে না। সাংসারিক সুখাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুখ পাইলে, সাংসারিক সুখ তুচ্ছ বোধ হয়। ১৬।

পণ্ডিতের গৃহে কোন গ্রন্থ না থাকিলেও তাঁহার ক্ষতি নাই। তাঁহার পাণ্ডিত্য আছে। মূর্খের গৃহে বহু গ্রন্থ থাকিলেও

তাহার পাণ্ডিত্য লাভ হয় না। ভগবানের প্রতি যাঁহার প্রেম ভক্তি আছে, তাঁহার সকলই আছে। যিনি কেবল মৌখিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতক গুলা কথা বলিতে ও লিখিতে পারেন, প্রকৃত কথায় তাঁহার কিছুই নাই। ১৭।

যত কাল সংসারে পুত্র কলত্র প্রভৃতির ও ধনের মমতা মন হইতে পরিত্যক্ত না হইবে, তত কাল প্রকৃত সন্ন্যাস নহে। ঐ সমস্ত মমতা-বিশিষ্ট ব্যক্তি, সর্ব্বত্যাগী, সন্ন্যাসীর ভেক (বেশ) ধারণ পূর্ব্বক কোন নির্জ্জন স্থানে অথবা বনবাস করিলেও, তাঁহাকে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী বলা যায় না। ঐ প্রকার সাংসারিক মমতাযুক্ত আচরণে বরঞ্চ মহা অপরাধ এবং পাপ হইতে পারে। ১৮।

অধিক জলে অল্পাগ্নি তিষ্ঠিতে পারে না। অধিক অগ্নিতেও অল্প জল তিষ্ঠিতে পারে না। কিন্তু বৃহৎ সমুদ্রে বাড়বাগ্নি-আছে। সাধারণ লোকের পক্ষে সংসার ও ধর্ম্ম একত্র নির্ব্বিঘ্নে তিষ্ঠিতে পারে না। কিন্তু অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, জনক ব্যাস, বশিষ্ঠ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, বলী ও রায় রামানন্দ প্রভৃতির ন্যায় মহাত্মাগণের পক্ষে উভয়েই পারে। ১৯।

শিশু ও বালক বালিকাগণ যে প্রকারে নির্লিপ্ত ভাবে সংসারে থাকে, সিদ্ধ মহাপুরুষগণও সেই প্রকারে থাকিতে পারেন। ২০।

অল্প বয়স্ক বালক বালিকাগণ কখন কাপড় পরে, কখন উলঙ্গ হইয়া থাকে। উভয় অবস্থাতেই তাহারা মুক্ত। তাহাদের ন্যায় সিদ্ধ পুরুষদিগের আচরণ ও স্বভাব। সিদ্ধ পুরুষ সর্ব্বাবস্থায় মায়ামুক্ত। ২১।

ব্যাঘ্র এবং বিড়াল, আলোক ও অন্ধকারে উভয়েতেই দেখিতে পায়। নির্ম্মায়িক সিদ্ধ পুরুষগণ অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন মায়াময় সংসারেও জ্ঞান-নেত্র দ্বারা সচ্চিদানন্দকে দর্শন করেন। তাঁহাদের সংসারের সংস্রব ও অসংস্রব সমতুল্য। সংসার সংস্রবেও তাঁহাদের কোন ক্ষতি হইতে পারে না। ২২।

উত্তম আহার্য্য আহার করিলেও বিষ্ঠা হয়। বিষ্ঠা দুর্গন্ধ যুক্ত, কেহ স্পর্শ করিতে চাহে না। বিষ্ঠা মাটী হইলে আর তাহাতে দুর্গন্ধ থাকে না। তথাচ বিষ্ঠা, মাটী হইয়াছে যে জানে, সে তাহা স্পর্শ করিতে চাহে না। বিষ্ঠাতে লোকের এত ঘৃণা। ভাল লোক মন্দ হইয়া পুনরায় ভাল হইলেও, অনেকে তাঁহার সংসর্গে থাকিতে ইচ্ছা করেন না; অনেকে তাহাকে স্পর্শ পর্য্যন্তও করেন না। ২৩।

বহুদলশালী বৃক্ষ নয় হয়। যে ব্যক্তি নানা সদ্বৃত্তিরূপ দল বান, সেই ব্যক্তিই নয়। ২৪।

পানা পুকুরের জল পানায় আবৃত, পঙ্কিল এবং দুর্গন্ধময়। তাহার পৃশ্নিকা (পানা) সকল অপসৃত করিলেও নির্ম্মল জল পাওয়া যায় না। কখনও স্বচ্ছ পুষ্করিণী পৃশ্নিতে আবৃত হয় না। তাহার জলে পঙ্কের দুর্গন্ধও নাই। যাহার অন্তর ভাল, তাহার বাহিরও ভাল। ২৫।

যাঁহাকে অধিক লোক মান্য গণ্য করে, অথচ, তাঁহাকে প্রহার করিলে, তিনি প্রহার করেন না, ভর্ৎসনা করিলে, ভর্ৎসনা করেন না, কটু কথা বলিলে, কটু কথা বলেন না, তিনিই মহৎ এবং মহাপুরুষ। ২৬।

দাসকে প্রভু সময়ে সময়ে প্রহার ও ভর্ৎসনা করেন।

দাস অক্ষমতা প্রযুক্ত সে সমস্ত সহ্য করে। তাহাতে তার মহত্ত্ব নাই। ৩৭।

বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুকে ব্রহ্ম, শিব সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সকলে শিবকে ব্রহ্ম, মহাভাগবতে শক্তিকে ব্রহ্ম, শ্রীমদ্ভাগবতে ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তে কৃষ্ণকে ব্রহ্ম'এবং অন্যান্য মতের নানা গ্রন্থে একই ব্রহ্মের নানা নাম আছে। যাঁহার প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, তাঁহার অভেদ বুদ্ধি হইয়াছে। তিনি বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুকে, শৈবগ্রন্থ সকলের শিবকে, মহাভাগবতের শক্তিকে, শ্রীমদ্ভাগবতের ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কৃষ্ণকে অভেদ বোধ করেন। ২৮।

সংস্কৃত সৎশব্দার্থে উত্তমও হয়। ব্রহ্মকে সৎ বলা হয় ইংরাজীতে পরমেশ্বর বাচক গড শব্দ গুড শব্দের অপভ্রংশ গুড্ অর্থেও উত্তম, সৎ অর্থেও উত্তম, সুতরাং, গুড্ এবং সৎ অভেদ। গড্ এবং সৎ এজন্যও অভেদ ২৯।

মনুষ্য বহু। প্রত্যেক মনুষ্যের রুচি স্বতন্ত্র। নানা মনুষ্যের নানা প্রকার খাদ্য, নানা প্রকার পরিচ্ছদ, নানা প্রকার কথোপকথনে রুচি এবং আনন্দ। এমন কি, প্রত্যেক বিষয়ে প্রত্যেক মনুষ্যের স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেকের ধর্ম্ম প্রবৃত্তিও এক প্রকার নহে, এইজন্য, ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মতের সৃষ্টি হইয়াছে, নানা প্রকার শাস্ত্র হইয়াছে। সেই জন্য, ভগবান্‌ও নানারূপী হন। তাঁহার সাকারত্বে নানাত্ব। নিরাকারত্বে একত্ব। সিদ্ধাবস্থায় ঈশ্বরীর বহু সাকার এক বোধ এবং দর্শন হয়। এই প্রকার বোধ এবং দর্শনকে সাকারে অদ্বৈত জ্ঞান বলা যায়। মহাসিদ্ধাবস্থায় সাকার নিরাকারে, অভেদ জ্ঞান হয়। এই প্রকার জ্ঞান অতি দুর্লভ। ৩০।

নিজ সম্বন্ধীয় জ্ঞানকে আত্মজ্ঞান বলি। সেই আত্মজ্ঞান-জনিত যে আনন্দ হয়, তাহাকে আত্মজ্ঞানানন্দ বলা যায়। ৩১।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুটি নাম আছে। বস্তুতঃও দুটি। ঐ দুইটি বোধ এবং অবস্থাতে যত দিন পৃথক থাকে, তত দিন দ্বৈতজ্ঞান থাকে। অবস্থা এবং বোধে উভয়ের ঐক্য হইলেই অদ্বৈত জ্ঞান বলা যায়। ৩১।

বীজ যেন জীবাত্মা। বৃক্ষ পরমাত্মা। বীজ জীবাত্মা, বৃক্ষ পরমাত্মা হইলে, তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, এবং স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইবে, সুতরাং, তখন তাঁহাকে পরমাত্মা বলিতে হইবে এবং তাঁহার পরমাত্মার গুণ, অবস্থা, এবং স্বভাব প্রভৃতি সমস্তই হইবে। জীবাত্মা পরমাত্মার ঐক্য(অভেদত্ব)এই প্রকারের হয়। বীজ এবং বৃক্ষ অভেদ এবং এক পদার্থ হইলেও যেমন উভয়ের নাম, রূপ, গুণ অবস্থা এবং স্বভাব প্রভৃতিতে পরস্পর অনেক প্রভেদ আছে, তদ্রূপ জীবাত্মা এবং পরমাত্মা এক পদার্থ এবং অভেদ হইলেও উভয়ে অনেক প্রভেদ। ৩১।

দৈহিক এবং মানসিক কার্য্যবিহীনতায় নিষ্ক্রিয়ত্ব ও নির্গুণত্ব হয়; দৈহিক ও মানসিক কোন প্রকার কার্য্য সত্ত্বে নিষ্ক্রিয়ত্ব ও নির্গুণত্ব হইতে পারে না। ৩১।

বেদ বেদান্তের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ, নিষ্ক্রীয় নির্লিপ্ত ও নিরাকার। পানাহার, বাক্যালাপ দৈহিক কিম্বা মানসিক সমস্ত কার্য্যেই গুণের পরিচায়ক। ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হইলে, ঐ সমস্ত থাকে না। নির্ব্বিকল্প সমাধি ব্যতীত নির্গুণ, নিষ্ক্রীয়

এবং নির্লিপ্ত হইতে পারি না। সোঽহং যিনি বলেন, তিনি তাহা নন। ৩৫ ।

যত ক্ষণ কর্ণে নানা শব্দ শুনি, চক্ষে নানা পদার্থ দেখি, মুখে নানা কথা বলি, রসনায় নানা রসাস্বাদন করি, নাসায় নানা গন্ধ আঘ্রাণ করি, শরীরে শীত, গ্রীষ্ম, প্রহার ও আঘাত প্রভৃতি বোধ করি, ততক্ষণাৎ আমার অদ্বৈত জ্ঞান নহে। অদ্বৈত জ্ঞানে দ্বৈত বোধ থাকে না। ৩৬ ।

শোক, দুঃখ, আনন্দ, সর্ব্বদা বোধ করি না। যত ক্ষণ বোধ করি, তত ক্ষণই উহাদের অস্তিত্ব বোধ হয়। যখন বোধ করি না, তখন অস্তিত্বও বোধ করি না। নিরাকার ব্রহ্ম বোধ ও ঐ প্রকার হয়। ৩৭।

ভক্তি কামধেনু। প্রেম যেন তাহার দুগ্ধ। ৩৮ ।

ভক্তি, দাস্য ভাবাত্মক। অন্য কোন ভাবে দাস্যের প্রকাশ ব্যতীত ভক্তির উদ্রেক হইতে পারে না। ৩৯ ।

ভক্তি নিজের প্রতি হইতে পারে না। অপরের প্রতি হইতে পারে। ৪০ ।

ভক্তের কৃপায় ভক্তি হয়। ভক্তির কৃপায় কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়। ৪১ ।

অধিক প্রভুপরায়ণ ভৃত্যের, প্রভুর সেবায় আনন্দ আছে। প্রকৃত ভগবৎ সেবাদাসের ও ভগবৎ-সেবানন্দ উপভোগ হয়। ৪২ ।

লক্ষ্মণ, ভরত এবং হনুমানের তুল্য বাহ্মদাস্য কাহারও ছিল না। প্রভুর জন্য সর্ব্বত্যাগ, প্রভুর জন্যে প্রাণপণ কেবল ঐ তিনেরই ছিল। লক্ষ্মণ রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামের

অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি রামকার্য্যে শক্তিশেলে মৃত্যু কল্প হইয়াছিলেন, তিনি রামকার্য্যে কত জীবন-সঙ্কটাপন্ন যুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ভরত ও বড় সামান্ত রাম দাস ছিলেন না। প্রকৃত প্রভুর সুখে সুখানুভব এবং প্রভুর দুঃখে দুঃখানুভব, তাঁহার এত অধিক ছিল যে, প্রভু ভোগ বিলাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগি বেশধারী যোগীর আচরণ কারী হইলেন ত, তিনিও প্রভুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কেবল প্রভুর গায়ে হাত বুলাইলেই দাস্ত হয় না। বেতন-ভোগী দাসও ত' ঐসকল করে। প্রকৃত দাস্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লক্ষণ, ভরত, এবং হনুমান, যাঁহারা প্রভুর জন্ত সর্ব্বত্যাগে, প্রভুর জন্ত নিজ নিজ প্রাণ বিসর্জনে পর্য্যন্ত প্রস্তুত ছিলেন। ৪৩।

শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনে ভোগ বিলাস-ত্যাগী, যোগি-বেশধারী, বনবাসী ও বনচারী হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরাম-ভক্ত ভরতের নিজ প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি প্রগাঢ় দাস্য ভাবাত্মিকা প্রেমা ভক্তি থাকায়' তিনি সর্ব্বত্যাগী ও যোগি বেশী হইয়াছিলেন। ৪৪।

অশ্রুই প্রেম নহে। শোকে দুঃখে কোন প্রকার দৈহিক যন্ত্রণায়, শর্দ্দীতে, চক্ষুতে অধিক পরিমাণে ধূম এবং তৈল লাগিলেও অশ্রু নির্গত হয়। প্রেম একটা মানসিক শক্তি। যে শক্তি প্রেমিক মানুষকে প্রেমাস্পদকে আলিঙ্গন প্রভৃতি, প্রেমাস্পদের সেবা শুশ্রূষা ও তাহার অনেক প্রকার কার্য্য করায় তাহার প্রতি নানা প্রকার যত্ন করায়। তাহা প্রেমাস্পদের বিরহে প্রেমিককে কাঁদায়। ৪৫।

প্রেমের উৎপত্তির কারণ প্রেমাস্পদ। প্রেম মনোজ। প্রেমজ ভাব মহাভাব। ৪৬।

ভাব, মহাভাবাত্মক প্রেম। অগ্রে ভাবাত্মক প্রেম, পরে মহাভাবাত্মক প্রেম। ভাব কিম্বা মহাভাব ব্যতিত প্রেম হইতে পারে না। ভাব মহাভাবময় প্রেম। ৪৭।

প্রেমে কাহারো প্রতি দাস্য, কাহারো প্রতি সখ্য, কাহারো প্রতি বাৎসল্য ও কাহারো প্রতি মধুর ভাব হয়। ৪৮।

প্রেমের প্রধান দুই শাখা, বিরহ এবং সম্মিলন। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারি ভাবেই বিরহ এবং সম্মিলন আছে। ঐ চারি ভাবের সম্মিলন সম্ভোগেই শান্তি আছে। শান্তিময় আনন্দ। ৪৯।

সংসার সম্বন্ধীয় প্রেম মহাবন্ধন, সংসারিক প্রেম বন্ধন অতি দুঃখ-জনক। ৫০।

ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের ভক্তগণের প্রতি যত অধিক প্রেম হইতে থাকে, ততই সংসার সম্বন্ধীয় প্রেমের হ্রাস হইতে থাকে। সংসার সম্বন্ধীয় প্রেম, অনিত্য প্রেম। ভগবান্ এবং ভক্ত সম্বন্ধীয় প্রেম নিত্য। এই স্থূল জড় দেহাবলম্বনে আমি সংসারের যাঁহাদের প্রতি প্রেম করি, দেহত্যাগে আর আমার তাঁহাদের সহিত কোন সম্বন্ধই থাকিবে না। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে আমার চির সম্বন্ধ। ৫১।

মদ্য পান যে ব্যক্তি করে নাই, তাহার মত্ততা হয় না। ভগবৎ সম্ভোগ যিনি করেন, তাঁহারই ভাব মহাভাব হয়।৫২।

জীবের জীবনে বড় মমতা, প্রাণে বড় যত্ন। সে দূরে কোন প্রাণ-সংহারক জন্তু দেখিলে ভীত হয়, ভাবী বিপদ্

আশঙ্কায় সেইস্থান পরিত্যাগ করে। বায়ুর অল্প প্রবলতায় তাহার নৌকারোহণে শঙ্কা হয়। আত্ম ও দেহ বিস্মিত হইলে, আপদ্ বিপদে ভয় থাকে না। জীবনে মমতা যত ক্ষণ, তত ক্ষণ অবিদ্যা মায়ার অধিকার ভুক্ত থাকিতে হয়।• মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের মহাভাবে আত্ম ও দেহ বিস্মিত হইত। ৫৩।

আত্ম-বিস্মিত না হইলে, দেহ বিস্মৃতি হয় না। মহাপ্রভু আত্ম-বিস্মৃতি দশায় নীলগিরি হইতে সমুদ্রে পতিত হইয়াছিলেন। মহাভগবৎ প্রেম না থাকিলে, ঐ প্রকার দশা হয না। জীবে ঐ প্রকার দশা অসম্ভব। মহাপ্রভু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবতার ছিলেন। জীবে প্রেমভক্তি শিক্ষা ও প্রদানের জন্য মনুষ্য রূপে মর্ত্তে তাঁহার অবতারণা হইয়াছিল। এক জন মহাপণ্ডিতের এক জন বালককে বর্ণপরিচয় পড়াইতে হইলে, যেমন ঐ বালকের ন্যায় তাঁহাকেও বর্ণ গুলি উচ্চারণ করিতে হয়, তদ্রূপ কেবল জীব-শিক্ষার্থে মহাপ্রভুর ভাব ও মহাভাব-জনিত বিবিধ দশা হইয়াছিল। তাঁহার নবরূপ ধারণের অন্যান্য কারণও নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রয়োজন মতে প্রকাশ করা যাইবে।

মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত ও অনন্ত-সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্র-প্রমানে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেব শ্রীকৃষ্ণের অবতার। শ্রীকৃষ্ণ কত অবতার হইবেন, তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা কোন আর্য্য শাস্ত্রেই অবধারিত নাই। সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য, ধর্ম্ম সংস্থাপন ও সংরক্ষণের আবশ্যক হইলেই তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন তৎ সম্বন্ধে সর্ব্ব-শাস্ত্র-সারাৎসার শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতোক্ত নিম্ন লিখিত ভগবদ্বাক্য প্রমাণ করিতেছে,—

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং। ধর্ম্ম সংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" ৫৫।

ক্ষুদ্র আশ্রয় করিয়া বৃহতে যাইতে হয়। রাজ-অট্টালিক যত বড়, তন্মধ্যে প্রবেশ-দ্বার তত বড় নহে। পরিমিত দেহ বিশিষ্ট শুদ্ধাত্মা গুরু, যেন ব্রহ্মরূপ বৃহৎ রাজ-অট্টালিকার প্রবেশ-দ্বার। ৫৬।

নম্রতা, বিনয়, বিদ্যা, সরলতা, উদারতা, জীবে দয়া, বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভক্তি এবং প্রেম প্রভৃতি সমস্ত মহতী শক্তির বিকাশই স্থূল জড় অবলম্বনে হয়। স্থূল জড়াশ্রয় ব্যতীত কোন শক্তিরই প্রকাশ হইতে পারে না। যাহা আশ্রয়ে আমরা বিদ্যা লাভ করি, যাহা আশ্রয়ে আমরা প্রেম, ভক্তি প্রাপ্ত হই, তাহা কখন অবজ্ঞের এবং তুচ্ছ পদার্থ হইতে পারে না। আমরা ঐ সকল সদ্‌গুণাবলী যাহা হইতে প্রাপ্ত হই, তাহা অবশ্যই অসাধারণ ও অসামান্য। সকল আম্রবৃক্ষই আম্রবৃক্ষ, কিন্তু সকল গুলিই এক শ্রেণীর নহে। যে গাছে টোকো আম ফলে, সে গাছ অপেক্ষা বোম্বেয়ে আমের গাছের অধিক আদর। যে স্থূলে অসাধারণতা, অসামান্যতা এবং অলৌকিকতা দেখি, সে স্থূল আমাদের বড় আদরের সামগ্রী। ৫৭।

স্থূল জড় দেহই ত মাতৃ পিতৃ স্নেহ নহে, স্থূল জড় দেহই ত মাতা পিতা নহেন, তবে আমরা অতি ভালবাসার সহিত সেই সকল স্থূলের সেবা শুশ্রূষা এবং পদ বন্দনা প্রভৃতি করি কেন? ঐ সকল গুরুজনের স্থূল জড় দেহের সেবা শুশ্রূষা এবং বন্দনা করা অভিপ্রেত এবং উত্তম কার্য্য হইলে গুরুর

সেবা শুশ্রূষা এবং বন্দনাও বিধেয। সংসার বন্ধন হইতে যে স্থূলাশ্রয়ে মুক্ত হওয়া যায়, সে স্থূলই বা বন্দনীয় এবং সেব্য হইবে না কেন? যে স্থূল হইতে নানা সদ্গুণ বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভগবৎ প্রেম ভক্তি এবং অসাধারণ দয়া এবং অন্যান্য মহোপকার লাভ করি, সে স্থূল, সে জড় আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মান্য, অধিক পূজ্য, অধিক সেব্য এবং অধিক বন্দনীয় যোগ্য অবশ্যই হইবে। সেই স্থলেই ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ জানি, সেই স্থূলেই ঈশ্বরের আবির্ভাব বুঝি। ৫৮।

রাজাও মনুষ্য, যে ব্যক্তি মল মূত্র পরিষ্কার করে, সেও মনুষ্য। কিন্তু রাজা ক্ষমতার (শক্তিতে) মেথর অপেক্ষা মহাশ্রেষ্ঠ। পণ্ডিতও মনুষ্য, মূর্খও মনুষ্য। পাণ্ডিত্য-শক্তিতে মূর্খ অপেক্ষা পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ। গুণের তারতম্য চির কালই আছে। কোন মনুষ্য-শরীরে ভগবানের আবির্ভাব হইলে, অসাধারণ শক্তির বিকাশে জানা যায়। ৫৯।

মৃৎপাত্রে মূল্যবান্ সামগ্রী রাখিলেও থাকিতে পারে। অদ্যাপি অনেক পল্লীগ্রামে চোর এবং দস্যুভয়ে মৃৎপাত্র মধ্যে অধিক মূল্যের অলঙ্কার সকল স্থাপন-পূর্ব্বক মৃত্তিকা নিম্নে রক্ষা করা হয়। কিন্তু সচরাচর মৃৎপাত্র সকলে তণ্ডুল, তৈল, ঘৃত, নবনীত, শর্করা প্রভৃতি নানা প্রকার আহার্য্য এবং পানীয় সকল এবং অন্যান্য দ্রব্য সকলই থাকে। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ এবং মনুষ্যের মধ্যে সাধারণতঃ অসাধারণ শক্তি অত্যাশ্চর্য্য নানা গুণ এবং অসাধারণ নানা কার্য্য সম্পাদনী ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ সকল অসমীচীনতা,

সামান্য প্রাণিগণ মধ্যে দেখিলেই, তাহাদের মধ্যে স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাব স্বীকার অবশ্যই করিতে হইবে। মলিন চন্দন বস্ত্র অতি দুর্গন্ধযুক্তই হয়। কিন্তু তাহা কোন সুরভি সামগ্রীযুক্ত হইলে, তাঁহার সৌরভ কি প্রকারে অস্বীকার করিবে? কোন নরদেহ, কোন নারীদেহ কিম্বা অন্য কোন প্রাণিদেহ হইতে অসামান্য, অসাধারণ, অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক এবং অদ্ভুত নানা কার্য্যের, নানা শক্তির, নানা গুণের এবং নানা ভাবের প্রকাশ দেখিলে, সেই দেহে ভগবতাবির্ভাব অস্বীকার কি প্রকারে করিবে? ৬০।

রজ্জুই সর্প হয়। বীজই বৃক্ষ হয়। স্বেচ্ছায় ঈশ্বরও নানা অবতার হন। ৬১।

চন্দ্র সূর্য্যের প্রকাশ সর্ব্বদা দেখিনা, অবতার রূপে ভগবানের প্রকাশও সর্ব্বদা দেখি না। চন্দ্র সূর্য্যের প্রকাশ যখন দেখি না, তখনও চন্দ্র সূর্য্য থাকেন। যখন অবতার রূপে পৃথিবীতে ভগবানের প্রকাশ না দেখি, তখনও তিনি থাকেন। ৬২।

ভগবান্, মনুষ্য প্রভৃতি রূপে যত অবতার হইয়াছেন, জন্ম গ্রহণ ব্যতীত নানা স্থানের নানা ভক্তকে যত প্রকার অপরূপ রূপ দর্শন দিয়াছেন, দিতেছেন ও দিবেন, সে সমস্ত রূপই নিত্য। সে সকল রূপ ভগবানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে, কোন মহানিষ্ঠাবান্ পরম ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে হইলে, প্রয়োজন মত তাঁহাতে তাহার প্রত্যেকটিরই প্রকাশ পাইতে পারে এবং হয়। দ্বারিকায় হনুমান্‌কে, রুক্মিণী এবং কৃষ্ণই সীতারাম রূপেদর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। কোন কোন আর্য্যশাস্ত্রে ঐ প্রকার অনেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৬৩।

কাহারো অজ্ঞাতসারে অধিক বালুকার সঙ্গে অল্প চিনি মিশ্রিত করিয়া, তাহার সমক্ষে রাখিলে, সে বালুকা ব্যতীত অপর কিছুই দেখিবে না। জানিলেও, বালুকাচয় পৃথক করিয়া চিনি গ্রহণ করিয়া আস্বাদন করিতে সমর্থ হইবে না। মনুষ্য-রূপী ভগবান্ চিনি স্বরূপ। তাঁহার মনুষ্য দেহ যেন বালুকা। শুদ্ধ ভক্তরূপ পিপীলিকা ব্যতীত অপর কেহই তাঁহাকে চিনিয়া আস্বাদন করিতে পারে না। ৬৪।

জল এবং তৈল উভয়েই তরল রস। জলে অগ্নি নির্ব্বাণ হয়। তৈলে জ্বলে। মনুষ্য রূপী ভগবানে এবং সাধারণ লোকে অনেক প্রভেদ। ৬৫।

নদীর স্রোত নদীর মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হয়। বন্যা নদীর কূল পর্য্যন্ত ভাসায়। বন্যার নদীতীরের অতি অপকৃষ্ট পদার্থ সকলও ভাসায়। সাধারণ সাধু নদীর স্বাভাবিক স্রোত, অবতার বন্যা। তিনি ভাল মন্দ বিচার করেন না, উত্তম অধম বিচার করেন না, উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টের বিচার করেন না, পাপী অপাপীর বিচার করেন না, সমস্তই ভাসান। ৬৬।

সূর্য্যের আলোকে জগৎ আলোকিত হয়। সূর্য্য এক, বহু নাই। অগ্নি-সম্ভূত আলোক বহু আছে। সেই সকলের কোনটিই জগৎ আলোকিত করিতে পারে না। সূর্য্য যে ভগবানের অবতার। প্রত্যেক ক্ষুদ্র আলোক যেন এক একটি সাধু। ৬৭।

শাস্ত্রে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ এবং নৃসিংহদেবের অতি বৃহৎ আকৃতির বিষয় বর্ণিত আছে। তাহা হইলে, ভগবানের সেই সকল মূর্ত্তি, সাধারণ ঐ সকল জন্তুগণের মূর্ত্তির ন্যায় মূর্ত্তি নহে।

সুতরাং, সে সকল মূর্ত্তি অদ্ভুত আকারে এবং কার্য্যে। যদ্যপি ঐ সকল অসাধারণ এবং অদ্ভুত আকারে এবং কার্য্যে হইলেন, তখন তাঁহাদিগকে ভগবান্ ব্যতীত আর কি বলিব ? ৬৮।

চৈতন্য, Spirit বা Holy ghost ও স্থূল জড়াকার হইতে পারেন। সে সম্বন্ধে বাইবেলে স্পষ্ট প্রমাণ আছে, যথা ;—and he saw the spirit of god descending like a dove, *** (St Matthew, III. 16)—he saw the heavens opened, and the spirit like a dove descending upon him (St. Mark, I 10.) And the Holy ghost descended in a bodily shape like a dove upon him, ***(St Guke, 111. 22)—I saw the spirit descending from heaven like a dove, *** (St John, 1 32) ৬৯।

দেহ আমরা নই, অথচ, দেহ-সম্বলিত মনুষ্য নামে পরিগণিত। হিল্লোল কল্লোল-চঞ্চলতা বিশিষ্টা দ্রবময়ী জড়া নদী ব্যতীত তদভ্যন্তরে চেতনা নদী ও মেদিনীর অভ্যন্তরে জড়া মেদিনীও আছেন। চেতনা তিনিই রাবণ প্রভৃতি রাক্ষসগণ কর্তৃক উৎপীড়িতা হইয়া ব্রহ্মার নিকট নিজ মনোদুঃখ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। যেমন সাধারণ লোকেরা আপনাদের আপনারা দেখিতে পায় না, তদ্রূপ সাধারণ লোকে মহাসূক্ষ্মা চেতনা নদী এবং মেদিনীকেও দেখিতে পায় না। ৭০।

এক ব্যক্তি অন্ধকার গৃহে অবস্থান করিতেছেন অপর এক ব্যক্তি তাঁহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান করিলে, তিনি যেমন জানিতে পারেন না, তিনি যেমন সে ব্যক্তির শরীর দেখিতে পান না, তদ্রূপ অজ্ঞান-অন্ধকারের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বদা বাস করিতেছেন, নিত্য শরীরী সগুণ

ব্রহ্ম তাঁহাদের সম্মুখস্থ হইলেও, তাঁহাকে তাঁহারা দেখিতে পান না। ৭১।

সমুদ্রে নানা জলজন্তু বাস করে। তাহাদিগকে সকল সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহারা জলে ভাসে তাহাদিগকেই দেখা যায়। অনেকগুলি ধীবরের জালেও পড়ে। ভব-সমুদ্রের মধ্যে ভগবান্ নানা অপরূপ রূপে বিরাজিত আছেন। শুদ্ধাত্মা ধীবর শুদ্ধ প্রেমরূপ সূতার জালে কোন কোন মূর্ত্তি ধরিয়া দেখিতে সমর্থ হন। ৭২।

দ্বিতীয় ভাগ।

• পরমেশ্বর এক। সেই একের নানা রূপ, গুণ, নাম, ও শক্তি আছে। ১।

এক পরমেশ্বর, আকারে, রূপে ও নামে অসংখ্য। কিন্তু তাঁহার সকল আকার, সকল রূপ আর তিনি অভেদ। ফলের শাঁস, খোসা ও আঁটী আকারে, রূপে ও নামে এক নয়, অথচ, তিনে অভেদ। ২।

শাঁস খোসা ও আঁটীর সমষ্টি ফল হইলেও, ঐ তিন আর ফল অভেদ হইলেও, ফলের শাঁস, খোসা ও আঁটী বলি। সর্ব্ব শক্তিমান্ পরমেশ্বর, ও সর্ব্বশক্তি অভেদ হইলেও, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের সর্ব্বশক্তি বলি। ৩।

ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্। আমি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি

মান নই; কারণ, পর মুহূর্ত্তে আমার জীবনে কি ঘটিবে, জানি না, আমার মৃত্যু কখন হইবে জানি না, আমি যাহা; ইচ্ছা করি, করিতে পারি না, সুতরাং, আমি সর্ব্বশক্তিমান্ নই। সর্ব্বশক্তিমান্ নই কখন, তখন ভগবান্‌ও নই। ৪।

সর্ব্বশক্তিমান্ না হইলে স্বাধীন হওয়া যায় না। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্। স্বাধীন তিনি। ৫।

কাঁচা ইট জলে রাখিলে গলে। উত্তম রূপে পোড়া ইট জলে রাখিলে গলে না, কাঁচা মন সংসার-জলে গলে, তাহাতে মিশিয়া যাইতে পারে। কিন্তু পাকা মন যায় না। ৬।

দল কারাগার, দল পিঞ্জর। কারাগার হইতে স্বেচ্ছায় বাহির হইতে পারা যায় না, দল থেকেও পারা যায় না। পক্ষী পিঞ্জরে বদ্ধ থাকিলে, বেরুতে পারে না। দলরূপ পিঞ্জর থেকেও সহজে বেরণ যায় না। ৭।

সৃষ্টি অসত্য নয়, কিন্তু উহা অনিত্য ও পরিবর্ত্তন-শীল। ৮।

বীজ-বৃক্ষ হইলে, তাহার নানা প্রকার পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। তুমি তাহার কোন পরিবর্ত্তিত অবস্থাই অসত্য বলিতে পার না। বীজও সত্য এবং তাহার নানা পরিবর্ত্তিত অবস্থাও সত্য। রক্ত রেত জড়দেহ হইলে, তাহাদের নানা পরিবর্ত্তন হয়। তাহাদের প্রত্যেক পরিবর্ত্তিত অবস্থাই সত্য। সৃষ্টির নানা পরিবর্ত্তন দেখ বলিয়া, সৃষ্টিকে অসত্য বলিতে পার না। এক পদার্থের নানা প্রকার পরিবর্ত্তন দেখা যায় যখন, তখন পঞ্চভূতই নানা প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া, নানা প্রকার পদার্থ হইয়াছে, এ কথা অস্বীকার কি প্রকারে করিব? ৯।

অন্ধকারে পদার্থ নিচয়কে আবৃত করিয়া থাকে ; কিন্তু পদার্থ নিচয়কে দেখাইতে পারে না। আলোক পদার্থদিগকে দেখায়। তমোগুণ যেন অন্ধকার। সত্ত্বগুণ আলোক। ১০।

এক শক্তি অখণ্ড থাকিয়াও বহু হইতে পারেন। দীপালোক যেন শক্তি। সেই এক দীপ হইতে বহু দীপ জ্বালিলেও সে দীপ পূর্ণ থাকে। ১১।

কাল অর্থে সময়। সেই সময় অর্থক কালের মধ্যে থাকিয়া, সেই কালময়ী হইয়া যে শক্তি সমস্ত কার্য্য করিতেছেন, তিনিই কালী। সেই কালী শক্তি সৃজন, পালন ও নাশ তিনিই করেন। সেই শক্তির সকল ক্ষমতাই আছে। তাঁহার অপার মহিমা। ১২।

কাষ্ঠে বই ধরিতে ধরিতে রুই ভেঙ্গে দিয়ে তাতে আল্-কাৎরা লাগাইলে কাষ্ঠ নষ্ট হয় না। কই ধরিতে ধরিতে প্রতিকার না করিলে, ক্রমে কাষ্ঠ মাটী হয়। কুসঙ্গীরা রুই পোকা। উহারা কাষ্ঠ রূপ মানুষকে মাটী করে। মাটী করিবার পূর্ব্বে ঐ প্রকার কইএর বাসা ভেঙ্গে দিয়ে ভক্তি রূপ আল্কাৎরা মাখালে আর নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ১৩।

পরিষ্কার ঘরে ছুঁচো ইন্দুর, সাপ বাস কর্ত্তে পারে না। এঁদো ঘরে ঐ সকলের বাস। পরিষ্কার মনে কুবৃত্তিগণ থাক্তে পারে না। ১৪।

হরিতকী, আমলকীর কষ বাহির করিয়া, ঐ সকলকে চিনির রসে পাক করিলে উহাও সুমিষ্ট মোরব্বা হয়। কোন মহাপুরুষ খোদক পাপীর পাপরূপ কষ নির্গত ক'রে, তাকে ভক্তিরূপ চিনির রসে পাক করিলে, সেও মিঠে হয়। ১৫।

স্বর্ণকারের হস্তগত সখাদ স্বর্ণ, স্বর্ণকার ইচ্ছা করিলেই নিখাদ করিতে পারে। প্রত্যেক মহাপুরুষই নিজ শরণাপন্ন পাপীকে যখন নিষ্পাপ করিতে ইচ্ছা করেন, তখনই করিতে পারেন। ১৬।

সংসার-বাগানে মনোরূপ তরুর আসক্তিরূপ মূল যত কাল সংলগ্ন থাকে, তত কাল তার ভোগরূপ রস শুকায় না। ১৭।

অপক্ক বিল্ব কঠিন ও বিস্বাদু। তাহা অগ্নিতে দগ্ধ করিলে, কোমল ও সুস্বাদু হয়। অপরিপক্ক মন যতই জ্ঞানানলে দগ্ধ হয়, ততই নরম হয়। ১৮।

বিষ্ঠা মৃত্তিকা হইলে, তাহাতে আর দুর্গন্ধ থাকে না। মন্দ লোক ভাল হইলে তাহাতেও কোন দোষ দেখা যায় না। ১৯।

গোলকধাঁধার মধ্য স্থলে একটি মন্দির থাকে। যে পথ চেনে না, সে মন্দিরের মধ্যে যাইতে পারে না, যে চেনে, সে অতি সহজেই যেতে পারে। সংসারও গোলকধাঁধা। তন্মধ্যে হরি-মন্দিরে হরি আছেন। যে পথ চেনে, সে সংসারেও হরি'কে পায়। যে চেনে না, সে পায় না। ২০।

তোমার ক্ষুধা হইলে, অপরে বরঞ্চ তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তির সামগ্রী দিতে পারে, কিন্তু ক্ষুধা কেহ দিতে পারে না। ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা তোমারই হইবে। অপরে তাহা করিয়া দিতে পারে না। ২১।

আমরা মৌখিকে ভগবান্‌কে পাইবার প্রার্থনা ভগবানের নিকট করি। আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা সাংসারিক নানা সামগ্রী; সুতরাং, সেই সকলই প্রাপ্ত হই। ভগবান্‌কে পাইবার আন্তরিক প্রার্থনা করিলে, অবশ্যই তাঁহাকে পাওয়া যায়। ২২।

ভগবৎ-তত্ত্ব-গীতের যে রাগিণী, অতি অশ্লীল সঙ্গীতেরও সেই রাগিনী হইতে পারে। ঐ প্রকার ভগবান্, উত্তম অধম উভয়েতেই আছেন। ২৩।

বারম্বার চক্‌মকীর পাথর ঠুকিলেও তাহার ভিতরকার সমস্ত অগ্নি বহির্গত হয় না। যত অগ্নি বহির্গত হইয়া কার্য্য করে, কেবল মাত্র তত অগ্নিই সগুণ ও সক্রিয়। অবশিষ্ট যত অগ্নি চক্‌মকীর পাথরের মধ্যে থাকে, তত অগ্নি নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। ঐ প্রকারে এক সময়ে একই চৈতন্য সগুণ ও নির্গুণ; সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়। ২৪।

কেবল চক্‌মকীর পাথর দেখিলেই, তার ভিতরের আগুন দেখা হয় না। কেবল বিশ্ব দেখিলেই, বিশ্বময় ভগবান্‌কে দেখা হয় না। ২৫।

চক্‌মকীর পাথর যেন জড়। তার ভিতরের আগুন চৈতন্য। ২৬।

অগ্নির উত্তাপে জল উষ্ণ করিলে, জল অগ্নি হয় না; কিন্তু অগ্নির উষ্ণতা শক্তি কিয়ৎক্ষণের জন্য তাহাতে প্রকাশিত থাকে, জীবই ব্রহ্ম নহে। কিন্তু ব্রহ্মের শক্তি জীবে ঐ প্রকারে প্রকাশিত থাকিতে পারে। ২৭।

প্রত্যেক সাধু মহাপুরুষ এক একটি প্রদীপ। তাঁহারা জগৎ আলোকিত করিতে পারেন না। অল্প স্থানের অল্প লোকদেরই আলোক দিতে পারেন। ভগবানের পূর্ণ অবতার গগণের পূর্ণ চন্দ্র। তিনি জগতের সমস্ত লোককেই আলোক দিতে সক্ষম। ২৮।

ছোট জিনিস হলেই তার অল্প মূল্য হয় না। এমন ছোট ছোট

হীরক, আছে যার মূল্য অনেক টাকা। এমন ছোট মুক্তা আছে, যার মূল্য অনেক। ছোট পিনির দাম দশ টাকা; সময়ে সময়ে ততোধিকও হয়। ক্ষুদ্র পাঞ্চভৌতিক দেহ বিশিষ্ট সকল মানুষেরই মূল্য অল্প নয়! *দেহ-বিশিষ্ট ভগবান অমূল্য। ২৯।

সগুণ সাকার ভগবান্ রূপে, গুণে অনুপম, ভুবনমোহন ও মনোহর। ৩০।

পাশ্চাত্য জ্যোতিষ ও ভূগোলের মতে পৃথিবী ঘূরিতেছে; কিন্তু আমরা দেখিতেছি, পৃথিবী স্থির হইয়া আছে। আমরা পৃথিবীকে স্থির দেখিতেছি বলিয়া, কি বলিতে হইবে যে, পৃথিবী ঘুরিতেছে না? অভক্তেরা দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি সকলকে অচেতন দেখে; কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃত শুদ্ধ ভক্তগণ তাঁহাদিগকে চেতনই দেখেন। ৩১।

ঝুনো নারিকেলের শস্যে ও শুষ্ক সর্ষপের মধ্যে তৈল আছে, ঘানিতে পিষিয়া দেখ। অব্যক্তভাবে নানা দেব দেবীর জড় প্রতিমূর্ত্তির ভিতরে নানা দেব দেবী আছেন, ভক্তিতে দেখ। ৩২।

এমন কথা বলিতে নাই, এমন কার্য্য করিতে নাই, যাহার দ্বারা আমার উপকার, অপরের অপকার হয়। এমন কথা বলা ভাল, এমন কার্য্য করা ভাল, যাহাতে আমার এবং অপরের উপকার হয়। ৩৩।

আমি অন্যের দোষ গ্রহণ করিলে, নিজেও সুখ শান্তিতে থাকিতে পারি না। যাহার দোষ গ্রহণ করি, তাহারও অসুখ অশান্তির কারণ হই। যে কার্য্যে নিজের ও অন্যের অসুখ এবং অশান্তি হয়, তাহা করা ভাল নয়। আমি অন্যকে ঘৃণা করেও সুখ শান্তি পাই না, আমি অন্যের প্রতি রাগ হিংসা করেও

সুখ শান্তি পাই না। যাঁহার প্রতি রাগ হিংসা ও ঘৃণা করি, তিনিও সুখী হন না, তিনিও শান্তি পান না, অতএব, আমার অন্যের প্রতি রাগ, হিংসা, ঘৃণা পরিহার করা উচিত। ৩৪।

গীতের সুরবোধ যাহার নাই, তাহার মুখে গীত ভাল শুনি না। সঙ্গীতের ওস্তাদ গীত গাহিলে, তাহা মধুর শুনি। অভক্তের মুখে শাস্ত্র ভাল শুনি না, ভক্তের মুখে তা বড় মধুর শুনি। ৩৫।

দুগ্ধের সঙ্গে কাহারও অজ্ঞতসারে বিষ মিশাইয়া দিলেও যেমন তাহার মৃত্যু হয়, তদ্রূপ কেহ অজান্তে হরিনাম করিলেও তাহার মুক্তি হয়। ৩৬।

ভব-সমুদ্র পার হইবার, জ্ঞানই একমাত্র সেতু। ৩৭।

বিদ্বান্ মূর্খকে বিদ্বান্ করিতে পারে, কিন্তু মূর্খ বিদ্বানকে মূর্খ করিতে পারে না। জ্ঞানী, অজ্ঞানীকে জ্ঞানী করিতে পারেন, কিন্তু অজ্ঞানী জ্ঞানীকে অজ্ঞানী করিতে পারে না। ভক্ত অভক্তকে ভক্ত করিতে পারেন, কিন্তু অভক্ত ভক্তকে অভক্ত করিতে পারে না। ৩৮।

মূর্খের কাছে বিদ্বান্ থাকিলে মূর্খ হন না। প্রকৃত সাধু অসাধুর নিকট থাকিলে, অসাধু হন না। ৩৯।

ভক্তি-মার্গে সিদ্ধ হইলেও অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থা হইবে, জ্ঞান মার্গে সিদ্ধ হইলেও অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থা হইবে। প্রকৃত সিদ্ধ পুরুষের সাধু সংসর্গে সাধুর মত স্বভাব ও অসাধু লম্পট প্রভৃতির সংসর্গে অসাধু লম্পট প্রভৃতির মত স্বভাব হইতে পারে না। যদ্যপি কাহাকে ঐ প্রকার হইতে দেখ, তাহাকে ভণ্ড জানিবে। ৪০।

আমি ইচ্ছা করিলেই চক্ষু মুদিত করিতে পারি, কিন্তু

সেই মুদিত করণই নিদ্রা নহে, অথচ, নিদ্রিতাবস্থায় চক্ষু মুদিত থাকে। ঐ প্রকারে প্রকৃত ভাবে ও অনুকরণ কারা ভাবে প্রভেদ আছে। ৪১।

যাঁর বিশ্বাস আছে, মা আহারের আয়োজন করিতেছেন, ডেকে খাওয়াবেন, তিনি আহারের আয়োজনের জন্য ব্যস্ত হোয়ে বেড়ান না। জগদম্বা আদ্যাশক্তিতে যাঁর বিশ্বাস ও নির্ভর আছে, তিনি ভক্তি প্রেম প্রাপ্তির চেষ্টা করেন না। চেষ্টা করিলেও আদ্যাশক্তির ইচ্ছা ব্যতীত লাভ হয় না। ৪২।

আমি শরীর নই, শরীরী, আমি আকার নই, সাকার। আমি যতক্ষণ শরীরী, ততক্ষণ সগুণ ও সাকার। আমি অশরীরী হইলে নির্গুণ, নিরাকার। ৪৩।

তুমি নিদ্রিত হইলে, তোমার বাহ্যজ্ঞান থাকে না, সে সময় তোমার শরীর দগ্ধ করিলে, বা অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করিলে, তুমি জাগ্রত হোয়ে কষ্ট ভোগ কর। কিন্তু মৃত্যুতে দেহ দাহ করিলে, অস্ত্র দ্বারা উহাতে আঘাত করিলে, কোন কষ্ট বোধ হয় না। ইহাতে জানা যায়, দেহ আর দেহী স্বতন্ত্র। আমরা দেহী, আমাদের দেহ। দেহ দেখি, দেহী দেখি না। ৪৪।

আমিই যদ্যপি ব্রহ্ম হইতাম, তাহা হইলে, নিদ্রিতাবস্থায় আমি অহংজ্ঞান (আমি বোধ) শূন্য হইতাম না। আমাকে ঐ অবস্থাপন্ন করিবার কারণ ব্রহ্ম যদ্যপি না থাকিতেন, তাহা-হইলে, আমার ঐ প্রকার অসহায় অবস্থাও হইত না। আমার ঐ অবস্থায় বেশ বোঝা যায়, আমি স্বাধীন নই, আমি প্রভু নই, কিন্তু দাস। ৪৫।

নিদ্রিতাবস্থায় আমি থেকেও, আমি আছি বোধ করি না যখন, তখন ব্রহ্ম নাই, কি প্রকারে বলিব? ৪৬।

এক জন অন্ধকার ঘরে বসেছে। অপর কেহ আলোক ব্যতীত তথা প্রবেশ করিলে, তন্মধ্যে অপর লোক আছে জানিতে পারে না। ঘরের লোক সাড়া দিলে সে জানিতে পারে যে, সে ছাড়া আর একজন ঘরে আছে। অথচ, আলোক ব্যতীত তাঁকে দেখিতে পায় না। এই বৃহৎ বিশ্বগৃহ অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত। সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে অতি গূঢ় রূপে ভগবান্ রয়েছেন। তিনি যাকে সাড়া দেন সেই তাঁর অস্তিত্ব বোধ করে। কিন্তু অজ্ঞান-অন্ধকার দূর না হোলে তাঁকে দেখিবার উপায় নাই। ৪৭।

প্রত্যেক ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যেই অব্যক্ত ভাবে অকার আছে। মূর্খ কেবল ব্যঞ্জন বর্ণগুলিই দেখে, সে গুলির মধ্যে অকার আছে, জানিতে পারে না। অজ্ঞান যারা, প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে অব্যক্ত ভাবে ভগবান্ থাকিলেও, দেখিতে ও বোধ করিতে পারে না। ৪৮।

মন যাঁর বশ, মন যাঁর দাস, ষড়্‌রিপু যাঁর বশ, ষড়্‌রিপু যার দাস, তিনিই শিব, তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃত বীরচারী বীর। ৪৯।

প্রকৃত পুরুষ যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন। প্রকৃত পুরুষ শিব, জীব নহেন। জীব যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারে না। ৫০।

আমি ভক্ত বলিলে, আমার অহঙ্কার করা হয়। কৈ আমি ত ভক্তি করিতে জানি না। আমি ভগবানকে প্রেম

ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রীতি কিছুই দিতে পারি নাই। সে সকলের বিনিময়ে তিনি আমাকে দয়া করেন না। প্রকৃত প্রেম (ভালবাসা) ও দয়া কিছুরই বিনিময়ে পাওয়া যায় না। উহাদের তিনি নিষ্কাম ভাবে দেন। জীবের প্রতি তাঁর দয়া করা স্বভাব বোলে, দয়া করেন। জীবের প্রতি তাঁর ভালবাসা স্বভাব বোলে ভাল বাসেন। ৫১।

কোন জীব জন্তুই একবারে নিঃসঙ্গ থাকিতে পারে না। যিনি পারেন, তিনি জীব জন্তু নন। ৫২।

রূপে মুগ্ধ হওয়া অপেক্ষা গুণে মুগ্ধ হওয়া ভাল। গুণে মুগ্ধ হওয়া অপেক্ষা রূপ গুণ উভয়ে মুগ্ধ না হওয়া ভাল। রূপে মোহিত হইলে, সে মোহ অধিক কাল স্থায়ী হয় না। কিন্তু গুণে হইলে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। সকলের চেয়ে ভগবানের রূপগুণে মোহিত হওয়াই ভাল। সে মোহ শুভজনক। ৫৩।

সমস্ত মনোভাবই মায়িক। বিবেক বৈরাগ্য, আনন্দ নিরানন্দ, জ্ঞান অজ্ঞান, সুখ দুঃখ, সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি প্রভৃতি সমস্তই সেই ভাব সমষ্টির অন্তর্গত। সুতরাং, তাহারাও মায়িক, নির্মায়িক কোন মনোভাবই নয়। নির্মায়িক অবস্থা কোন মনোবৃত্তির মধ্যে নয়। তাহা মন ও তাহার সমস্ত কার্য্যের অতীতাবস্থা, সুতরাং, তাহা অনির্ব্বচনীয়। ৫৪।

যাহার মন আছে, তাহারই নানা প্রকার ভাব আছে। নাস্তিকের নাস্তিকতা ভাব। আস্তিকের আস্তিকতা ভাব। জ্ঞানীর জ্ঞান ভাব। বিজ্ঞানীর বিজ্ঞান ভাব। ভক্তের ভক্তি ভাব। প্রেমিকের প্রেমভাব। ৫৫।

পার্থিব কোন বস্তুতে আসক্তিই বন্ধন। সংসারিক কোন বিষয়ে টানই বন্ধন। ৫৬।

সকল প্রকার সম্বন্ধই বন্ধন। ৫৭।

দয়া নির্দয়া উভয়েই বন্ধন, দয়া নির্দয়া শূন্যতাই মুক্তি।৫৮।

স্বার্থত্যাগই মুক্তি। ৫৯।

সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার থাকিতে পারে না। জ্ঞান-সূর্য্যোদয়েও অজ্ঞান-অন্ধকার থাকিতে পারে না। ৬০।

অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না। মূর্খ মূর্খকে বিদ্যা শিক্ষা করাইতে পারে না। সঙ্গীত ও বাদ্যে ওস্তাদ নিজে না হইলে ঐ দুয়ে অপরকে শিক্ষা দেওয়া যায় না। অজ্ঞান অজ্ঞানকে জ্ঞানবান্ করিতে পারে না। ৬১।

খোষা সুদ্ধ কাঁচকলা সিদ্ধ কোরে খোষা ছাড়াইলে,খোষায় শাঁস লেগে থাকে না, শীঘ্র ছাড়ান যায়। মায়া খোষাযুক্ত মন ভক্তি-জলে সিদ্ধ হোলে মায়াকে শীঘ্র মন থেকে নির্লিপ্ত করা যায়।৬২।

কেবল কথায় মন্ত্র দিলে, মনের ত্রাণ হয় না। সেই কথার সঙ্গে শক্তি সঞ্চার করার আবশ্যক। সাধারণ মন্ত্র ব্যবসায়ী গুরুদেবের মন্ত্রের সঙ্গে সংসার হইতে উদ্ধার হইবার শক্তি সঞ্চার করিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং, তাঁহাদের শিষ্যদের পশুত্বও ঘোচে না। ৬৩।

জগতে আমরা যে সমস্ত সামগ্রী সম্ভোগ করি, সে সকলের কোনটিই আমাদের নহে। আমাদের হইলে দেহত্যাগ সময়ে তাহাদের প্রত্যেকটিকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে পারিতাম। জগতের সকল সামগ্রীই ভগবানের। ঐ সকল সামগ্রী সম্ভোগের বিনিময়ে আমরা তাঁহাকে কিছুই দিই না, এবং

আমাদেব দেবারও কিছু নাই। সুতরাং, সে সমস্ত তাঁর স্নেহেতেই সম্ভোগ কবি। ৬৪।

ভাড়াটে বাড়ীর মত জগৎ ও দেহ। এক ভাডাটে, বাডীতে ভাড়াটে চিরকাল থাকে না। এক জগতেদেহেও মানুষ চিরকাল থাকে না। ভাডাটে, ভাডাটে বাড়ীর ভাড়া দেয়। আমরা জগতেবও দেহেব ভাডা ভগবান্‌কে কিছুই দিই না, এবং আমাদেব দিবাবও কিছু নাই। আমবা বিনা বিনিময়ে বিনা মূল্যে তাঁহাব দয়াব ঐ দুয়ে বাস করি। ৬৫।

মনুষ্যের শরীব যদি নির্ব্যাধি, নীবোগ ও নিত্য হইত, যদ্যপি তাহাব জন্ম-মৃত্যু-জনিত নানা কষ্ট না হইত, যদ্যপি সে চিরসুখী হইত, যদ্যপি তাহার ধন ও পুত্র কলত্র প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ চির দিনেব হইত, তাহা হইলে,সমস্ত মনুষ্যই নাস্তিক হইত, কেহই ঈশ্বরেব উপাসনা, ভজনা ও নাম করিত না। ঐ সমস্ত অনিত্য, দুঃখময় ও দুঃখপ্রদ বলিয়া, মানুষ নিত্যসুখ অন্বেষণ করে। সেই নিত্য সুখ ভগবদ্দর্শনে ও সম্ভোগে।৬৬।

ভগবানের নিকট কিছু প্রার্থনাও কামনা। ৬৭।

গোলোকে নিত্যকাল নিত্য-সুখ-শান্তি আনন্দ সম্ভোগের প্রার্থনা অপেক্ষা সংসারীদেব বড কামনা নয়। নিত্য-সুখ-শান্তি-আনন্দ সম্ভোগেব প্রার্থনা অপেক্ষা আরো অধিক বড কামনা ব্রহ্মে লয় হইবাব ইচ্ছা। ঐ কামনার উপর আর কামনা নাই। ৬৮।

নিষ্কাম ভক্ত অতি অল্পই আছেন। নিষ্কাম ভক্তের, ভগবান্ সম্পূর্ণ নির্ভর। ভগবানের প্রতি যাঁর সম্পূর্ণ নির্ভর ভগবান্ তাঁহাকে যে অবস্থায় রাখেন,তিনি তাহাতেই তুষ্ট থাকেন। ৬৯।

নিষ্কাম ভক্তেরা একেবারে স্বার্থবিহীন। ৭০।

যিনি ঈশ্বরের কৃপায় ঈশ্বরকে নিজ জীবন উৎসর্গ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার ঈশ্বরকে অদেয় কিছুই নাই। ৭১।

শুদ্ধভক্তি থেকে শুদ্ধাচারের জন্ম হয়। কিন্তু শুদ্ধাচার থেকে শুদ্ধভক্তির জন্ম নয়। অনেকে অভ্যাসে শুদ্ধাচার করে, কিন্তু ভক্তি নাই। শুদ্ধাচার অভ্যাসে হইতে পারে, কিন্তু শুদ্ধভক্তি অভ্যাসে হইতে পারে না। ৭২।

চন্দ্র সূর্য্য প্রকাশ হইবার সময়েই প্রকাশ হন। আমাদের ইচ্ছায় তাঁহারা প্রকাশিত হন না। তাঁরা প্রকাশ হোলে তাঁদের আমরাও দেখিতে পাই। ভগবানচন্দ্র প্রকাশিত হইবার সময়ে নিজেই প্রকাশিত হন। আমাদের ইচ্ছায় তিনি প্রকাশিত হন না। তিনি প্রকাশিত হোলে, আমাদের মধ্যে যাঁদের দিব্যচক্ষু আছে, তাঁরা তাঁকে দেখিতেও পান। ৭৩।

যাঁহারা দর্শনক্ষম, তাঁহারা আকাশে চন্দ্র সূর্য্য উদয় হইলে, দেখিতে পান বটে, কিন্তু তাঁহাদের ধরিতে পারেন না। কতকগুলি মহাত্মা ভগবানচন্দ্রকে দর্শন করেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে ধরিতে পারেন না। কতকগুলি, আবার ভগবৎ কৃপায় ভগবান্‌কে দর্শন ও স্পর্শন উভয়ই করিতে সমর্থ। ৭৪।

দৃষ্টিহীন ব্যক্তি অন্ধকার না থাকিলেও কোন পদার্থ দেখিতে পায় না। দৃষ্টিহীন ব্যক্তি কুজ্‌ঝটিকা না থাকিলেও কিছু দেখিতে পায় না। জ্ঞান-চক্ষু-বিহীনের সম্মুখে ভগবান থাকিলেও দেখিতে পায় না। ৭৫।

দৃষ্টি থাকিতে নিবিড় অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। দৃষ্টি থাকিতে ঘন কুজ্‌ঝটিকার মধ্যস্থিত পদার্থ নিচয় ঝাপসা

ঝাপ্‌সা দেখি। জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত থাকিলেও মহামায়া রূপ তিমিরাবৃত ভগবান্‌কে দেখা যায় না। জ্ঞান-চক্ষুর দর্শন শক্তি-থাকিতেও মহামায়ারূপ ঘন কুজ্‌ঝটিকাবৃত ভগবান্‌কে স্পষ্ট দেখা দুষ্কর হয়। ৭৬।

কোন প্রকার কর্ম্মই নিষ্কাম হইতে পারে না। সকল প্রকার কর্ম্মই সকাম। ৭৭।

অহঙ্কার না থাকিলে, রাগও থাকে না। রাগের জনক অহঙ্কার। ৭৮।

কোন রোগী এক সঙ্গে ডাক্তারী, কবিরাজী, হাকিমী এবং অলৌকিক মতে কি চিকিৎসিত হইলে, কোন উপকার হয় না। নানা ধর্ম্ম মত এক সঙ্গে আচরিত হইলেও, কোন উপকার হয় না। ৭৯।

সাধনা কামনা-মূলক। ৮০।

শুদ্ধ ভক্তি প্রেমে ভগবানের বিষয় শুনে, বোলে ও পোড়ে যত সুখ, এত আর কামনাময়ী সাধনায় ঐ সকল কোরে সুখ হয় না। ৮১।

আপিসে লিখিবার সময় অন্য কোন বিষয়ে মন থাকিলে, লেখার সুশৃঙ্খলা থাকে না, ভুল হয়। যখন যে কার্য্য করিবে, তখন তাহাতেই মনোযোগ চাই, সুধু মালা জপিলে কি হইবে, সুধু ধ্যান করিলে কি হইবে, যদ্যপি ভগবানে মনোযোগ না থাকে। ৮২।

সাধন অবস্থায় ভগবদ্দর্শন হয় না, সিদ্ধাবস্থায় হয়। যখনই দর্শন হয়, তখনই সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্তি হয়। ৮৩।

অর্থ দিয়ে কেহ কাহারো মন আকর্ষণ ও আয়ত্ত করিতে পারে না, নানা প্রকার উত্তম সামগ্রী খাওয়াইয়াও পারে

না, পারে, কেবল প্রেমে ও ঈশ্বর-প্রদত্ত অসাধারণ আকর্ষণী শক্তিতে। ৮৪।

প্রাণের টান না থাকিলে, কাহারো বিরহে কেহ কাঁদে না। ভগবানের প্রতি যাঁহার টান আছে, তিনিই তাঁহার বিরহে কাঁদেন। ৮৫।

অনুরোধ উপরোধে প্রেমের সঞ্চার হয় না। প্রেম করা কর্ত্তব্য বোধেও প্রেমের সঞ্চার হয় না। প্রেম কর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। মনঃপ্রাণের টানে প্রেম স্বভাবতঃ হয়। ৮৬।

প্রেম ব্যতীত একজন অপরের জন্য বিরহ বোধ করিতে পারে না। প্রেম ব্যতীত অপরের সহিত সম্মিলনে এক জনের আনন্দ বোধ হয় না। প্রেমই বিরহের ও সম্মিলনের ও আনন্দের কারণ। ৮৭।

নিখাদ স্বর্ণ যেন প্রেম। খাদ কাম। নির্ম্মল জল যেন প্রেম। মলা কাম। অবিমিশ্র ঘৃত যেন প্রেম। তাহাতে মিশ্রিত পোস্তর তেল, মোঙের তেল, নারিকেল তেল, চিনের বাদামের তেল ও চর্ব্বি যেন কাম। ৮৮।

প্রকৃত দয়া ও প্রেম চির-নিষ্কাম। ৮৯।

প্রকৃত প্রেমিক প্রেমের বিনিময়ে প্রেম চান না। প্রেমের বিনিময় নাই। ৯০।

কাপড়ে বেঁধে অগ্নি ও জল রাখা যায় না। দেহরূপ বস্ত্রে প্রেম ভক্তি রূপ জল ও জ্ঞান রূপ অগ্নি বেঁধে রাখা যায় না। ৯১।

স্নেহ মমতা ভালবাসা অতি কোমল সামগ্রী। উহারা বুদ্ধির কৌটিল্যের ভিতরের জিনিস নয়। বুদ্ধি তাঁতীর মাকু। তদ্দ্বারা কৌশলরূপ বস্ত্র প্রস্তুত হোতে পারে। ৯২।

স্নেহ মমতা ভালবাসা স্বাভাবিক। উহাদের কোনটিই অস্বাভাবিক নয়। ৯৩।

যদ্যপি বলা হয়,"ভগবান্ ভক্তের ভক্তি ও প্রেমের অধীন বা বশীভূত, তাহা হইলেই, স্পষ্টই প্রকাশ করা হয় প্রেম ভক্তি এবং প্রেমিক ও ভক্ত অপেক্ষা ভগবান্ ছোট ও সামান্য। তাহা হইলে, স্পষ্টই প্রকাশ করা হয়, ভগবান ভক্তি প্রেমের ও ভক্ত প্রেমিকের অধীন, বশীভূত, দাস ও বদ্ধ। তাঁহা অপেক্ষা প্রেম ভক্তি ও ভক্ত প্রেমিককে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। জীবের প্রেমভক্তি সহজে ভগবানের প্রতি হয় না। জীব সহজে ভগবানের প্রতি প্রেম ভক্তি করিতে পারে না। জীবের এমন প্রেম ভক্তি নাই, যাহা দ্বারা ভগবান্ তাহার অধীন, বশীভূত, দাস ও বদ্ধ হইতে পারেন। তিনি তাহার প্রতি দয়া ও প্রেমে স্বেচ্ছায় তাহাকে দর্শন দেন, তাহার অধীন ও বশীভূত হন, তিনি স্বেচ্ছায় কখন কখন ভক্তের প্রভু, কখন পুত্র, কখন কন্যা, কখন পিতা, কখন মাতা, কখন বন্ধু, (সখা) ভৃত্য, কখন গুরু, কখন আচার্য্য, কখন পত্নী ও কখন পতি হন। ৯৪।

শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ মধুর ভাবাত্মক প্রেম ছিল। সে প্রেম যে লৌকিক কাম গন্ধ-হীন ছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। শ্রীমতীর অল্পমাত্র প্রেমভাব পেয়ে কত লোকের সংসারে বিরাগ ও শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ হয়েছে। যাঁর কেবল মাত্র অল্পভাব পেয়ে সংসারে একেবারে বিরাগ ও শ্রীকৃষ্ণের জন্যে প্রাণ কাঁদে,কৃষ্ণ ভাল লাগে, না জানি, তাঁর প্রেম কেমন ছিল। না জানি, তাঁর প্রেম কত মধুর ছিল। না জানি তাঁর প্রেম কত অলৌকিক ছিল! না জানি, সে প্রেম কি পবিত্র ছিল। ৯৫।

বিচারপতির পত্নী জানেন, তাঁর পতি বিচারপতি; কিন্তু জানিলেও বিচারপতির প্রতি তাঁহার পতি ভাব ভিন্ন বিচারপতি ভাব হয় না। ব্রজগোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর জানিলেও তাঁর প্রতি তাঁহাদের পতি ভাব ব্যতীত ঈশ্বর ভাব হইত না।৯৬।

তোমার বাবা তোমার মাতার পতি জান, কিন্তু তোমার বাবার প্রতি পতি ভাব হয় না। ভগবানের প্রতি যাঁর যে প্রকৃত ভাব, তাহাই স্ফুরিত হইয়া থাকে। ৯৭।

ভগবানের যাঁহাদের বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর ভাব, তাঁহারা ভগবানের ভক্ত নন, কিন্তু তাঁহারা ভগবৎ-প্রেমিক ভগবান দাসেরা ভক্ত। ৯৮।

সন্তানের প্রতি স্নেহ কখনও যায় না, ভগবানের প্রতি যাঁহার প্রকৃত সন্তান ভাব হইয়াছে তাহাও কখনও যায় না। ৯৯।

মানুষ শৈশবে অন্নপ্রাশনের সময় যে নাম পাইয়াছে তাহা বাল্যাবস্থায়, যৌবনে, প্রৌঢাবস্থায়, এবং বার্দ্ধক্যেও পরিবর্ত্তিত হয় না। দরিদ্রতা ও ধন সম্পন্নতায় তাহার কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। সে শৈশব হইতে নানা অবস্থায় পতিত হয়; কিন্তু তাহার এক নামই মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত থাকে। গৃহাশ্রম পরিত্যাগে নাম পরিত্যাগের প্রয়োজন নাই, সন্ন্যাসে গৃহীর স্বভাব পরিত্যাগেরই প্রয়োজন হয়। গৃহীর বেশ পরিত্যাগে কোন ফল নাই, যদি স্বভাবে সন্ন্যাসী না হয়। ১০০।

প্রকৃত সন্ন্যাসীর গদীর প্রয়োজন নাই, মঠের প্রয়োজন নাই, মর্য্যাদা ও প্রশংসার প্রয়োজন নাই, কোন প্রকার বৃত্তির প্রয়োজন নাই। ১০১।

অনেক পার্ব্বতীয় জাতি পর্ব্বত গহ্বরে বাস করে।

তাহাদের অনেকে পর্ণকুটিরে বাস করে। অতএব, পর্ব্বত-গহ্বরে ও পণ কুটিরে বাসে সাধু হওয়া যায়না। ১০২।

সকল জন্তুই উলঙ্গ থাকে। কত উন্মাদ শিশু ও বালক বালিকাগণ ও উলঙ্গ থাকে। উলঙ্গ থাকিলেও পরমহংস হওয়া যায় না। ১০৩।

সন্ন্যাসীর বেশের অনুকরণ করা যায়। স্বভাবের অনুকরণ করা যায় না। ১০৪।

বঁড়শীতে টোপ না গাঁথিয়া কেবল মাছ ধরা সূতায় টোপ্ গাঁথিয়া যে পুকুরে অনেক বড বড মাছ আছে, ফেলিলে মৎস্য টোপ খেয়ে পলায়, অথচ, একটিও ধরা যায় না। জীবের মন রূপ ছিপে, বিশ্বাস রূপ সূত্রে, বৈরাগ্য রূপ বঁড়শীতে যদ্যপি ভক্তি রূপ টোপ গাঁথা থাকে, তবে ভব সমুদ্র থেকে ঈশ্বর রূপ মীন ধরা যায়। ১০৫।

বর্ষাকালে জোঁক যেমন উদ্যানের নানা স্থানে নানা পদার্থে লিক্ লিকিয়ে বেড়ায়, কাহারো অঙ্গে বসিতে পারিলে, আর নড়ে না, সুখে রক্ত পান করে। জীবের মন রূপ জোঁক যত ক্ষণ না হরি চরণে প্রেম রূপ রক্ত পান করিতে পারে, ততক্ষণ নানা বিষয়ে লিক্ লিকিয়ে বেড়ায়। ১০৬।

কে না নীর্ব্যাধি, নীরোগ হতে ইচ্ছা করে? কে না নির্ব্বিঘ্নে নিরাপদে, নির্ভয়ে, অসঙ্কোচে, সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদে, নিত্য সুখ স্বচ্ছন্দে, চির শান্তি ও নিত্যানন্দে থাকিতে ইচ্ছা করে? কে না অমর হতে ইচ্ছা করে? নিজ সন্তান সন্ততি অমর হয়, কাহার না ইচ্ছা? তাহারা নীরোগ নীর্ব্যাধি হয়, তাহারা নিত্য সুখ স্বচ্ছন্দে চির শান্তি ও নিত্যানন্দে থাকে, সর্ব্বদা আমোদ

আহ্লাদে থাকে, ইহা কাহারও না অভিপ্রেত ? যাহা ইচ্ছা, তাহা করিতে কাহার না অভিলাষ ? কিন্তু যথেচ্ছাচার ও স্বেচ্ছাচার আমাদের চলে না। যাহা ইচ্ছা, তাহা জীব করিতে পারে না। তাই বলি, জীব যথেচ্ছাচারী, স্বেচ্ছাচারী, কর্ত্তা, স্বাধীন, সর্ব্বজ্ঞ, সক্ষম ও সর্ব্বশক্তিমান নহে। জীব ঐ সকল নয় বলিয়া, স্বভাব (Nature) ঐ সকল নয় বলিয়া ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। কারণ, ব্রহ্মেই কেবল ঐ সকল। ১০৭।

যাহারা ব্যায়াম এবং কুস্তী অভ্যাস করে, তাহাদের পক্ষে অধিকবার নারী সম্ভোগ নিষিদ্ধ। যাহারা লেখা পড়া করে, তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ; বিশেষতঃ, যাঁহারা সন্ন্যাসী ও যোগী তাঁহাদের পক্ষে একেবারেই নিষিদ্ধ। ১০৮।

সন্ন্যাসীর পক্ষে সকল প্রকার রমণী নিষিদ্ধ। প্রকৃত সন্ন্যাসীর কাম নাই, তাঁহার সেই জন্য রমণে ইচ্ছাও হয় না। যুবতীতে আসক্তিও হয় না। ১০৯।

সন্ন্যাসী মুক্ত নিত্যানন্দ। প্রকৃত সন্ন্যাস মুক্তি। কিন্তু সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ মুক্তি নয়। ১১০।

প্রকৃত সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস বিড়ম্বনা বোধ হয় না। সেজে সন্ন্যাসী হইলে, বিড়ম্বনা বোধ হইতে পারে। ১১১।

যখনি আমি যথার্থ বোধ করিব, আমার কিছুই নাই তখনি আমি প্রকৃত বৈরাগী ও উদাসীন হইব। আমার কিছু আছে বলিয়া যতক্ষণ বোধ থাকিবে, ততক্ষণ আমার স্বার্থও থাকিবে।১১২।

সন্ন্যাসীর সাজে সাজিলে, সে সন্ন্যাস নয়। সন্ন্যাসীর সাজ পরিয়া গৃহাশ্রমের নাম পরিত্যাগে নূতন নাম ধারণ

করিলেও সন্ন্যাস নয়। প্রকৃত সন্ন্যাস স্বভাবে। দেহকে সাজায়ে সন্ন্যাসী করিবার প্রয়োজন নাই। মন সন্ন্যাসী হোক। ১১৩।

আমার ইচ্ছায় শৈশব, বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধকাল আসে, না। আমি শৈশবকে যৌবন ও যৌবনকে শৈশব করিতে পারি না। শৈশব আসিবার সময় হইলে, শৈশব আসে; যৌবন আসিবার সময় হইলে, যৌবন আসে, আমি ব্যতিক্রম করিতে পারি না। বৈরাগ্য হইবার সময় উপস্থিত হইলে, অবশ্যই বৈরাগ্য হয়, তাহা কেহই নিবারণ করিতে পারে না। যখন বৈরাগ্য হইবার সময় নয়, তখন কেহই বৈরাগ্য কোরে দিতে পারে না। ১১৪।

ভগবানের ইচ্ছায় কোন উৎকট রোগ বশতঃ কাহারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, সেই রোগে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলেও মৃত্যু নিবারিত হয় না। ভগবানের ইচ্ছায় সংসারে বিরাগের কাল উপস্থিত হইলে, অতি রূপবতী, গুণবতী যুবতী ভার্য্যার রূপগুণও যৌবন, অতুল ঐশ্বর্য্য এবং প্রচুর মান সম্ভ্রম সে বৈরাগ্যে বাধা দিতে পারে না। ১১৫।

মনকে নিঃসঙ্গ কর। দেহকে নিঃসঙ্গ করিলে, কি হইবে। মন যখন নিঃসঙ্গ হইবে, দেহ তখন সদসৎ উভয়বিধ সঙ্গেই অটল থাকিবে। দেহকে নিঃসঙ্গ করিলে, মন নিঃসঙ্গ হয় না; কিন্তু মন নিঃসঙ্গ হইলে, দেহ নিঃসঙ্গ হয়। ১১৬।

সম্পূর্ণ।